দামুড়হুদায় অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ অভিযান, ভেঙে ফেলা হলো সনি ও দোয়েল ব্রিকস

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দুটি ইটভাটা ভেঙে ফেলেছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার জয়রামপুর শেখপাড়ায় কলেজসংলগ্ন সনি ব্রিকস ইটভাটা ভাঙার মধ্য দিয়ে এ অভিযান শুরু হয়। পরে উপজেলার দর্শনার দোয়েল ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে সেটিও ভেঙে ফেলা হয়।

অভিযানের প্রথম পর্যায়ে জয়রামপুর শেখপাড়ায় অবস্থিত সনি ব্রিকসের চিমনিসহ ভাটার বিভিন্ন স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়। পরে প্রশাসনের অভিযানিক দল দোয়েল ইটভাটায় গিয়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সময় পুরো এলাকায় প্রশাসনের তৎপরতা দেখা যায়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন এবং চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাসসহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সদস্যরা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সরকারি নীতিমালা ও পরিবেশগত বিধিবিধান অনুসরণ না করে পরিচালিত উপজেলার অন্যান্য ইটভাটার বিরুদ্ধেও পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী এ অভিযান পরিচালনার কথা জানানো হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন বলেন, “সরকারি নীতিমালার বাইরে যেসব ইটভাটা রয়েছে, সেগুলো পর্যায়ক্রমে ভেঙে ফেলা হবে। যেসব ইটভাটা সরকারি নীতিমালা মেনে পরিচালিত হবে, সেগুলো থাকবে। আর নীতিমালা না মানা ইটভাটাগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ সারাদিন অভিযান চলবে।” প্রশাসনের এ অভিযানের ফলে উপজেলার অবৈধ ইটভাটাগুলোর বিরুদ্ধে উচ্ছেদ কার্যক্রম আরও জোরদার হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় হত্যা মামলায় দুইজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ঝন্টু হত্যা মামলায় দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জরিমানার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রত্যেককে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শিশু ও নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে এ রায় ঘোষণা করেন জেলা ও দায়রা জজ মো. মোস্তাগীর আলম।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত দুজন হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার শালিকা গ্রামের সুলাইমান আলীর ছেলে মো. ইসমাইল হোসেন এবং একই গ্রামের মৃত আবুছ উদ্দিনের ছেলে আবুল কালাম।

আদালতের রায়ের বিষয়ে দেওয়া তথ্যে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালের ঝন্টু হত্যা মামলায় এ রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

দর্শনায় মোটরসাইকেল-পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত- ৪

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মোটরসাইকেল-পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে চার জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক। আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার (২৮ অক্টবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দর্শনা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশোন চেকপোষ্ট সড়কের ষ্টার ইট ভাটার সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- জেলার দামুড়হুদা উপজেলার রঘনাথপুর গ্রামের আবু তালেবের ছেলে বিপ্লব (১৫), জীবননগর উপজেলার মাধবখালী গ্রামের মেহেরুলের ছেলে ইব্রাহীম, একই উপজেলার খয়েরহুদা গ্রামের রমজানের ছেলে সায়েম ও আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ভ্যানচালক আলম।

প্রতক্ষদর্শীরা জানান, দর্শনা বাসস্যান্ডের দিকে থেকে চালকসহ তিনজন আরোহী নিয়ে আসা মোটরসাইকেলটি চেকপোষ্টের দিক থেকে আসা পাখিভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে এতে ভ্যান চালকসহ চারজন আহত হন।

তারা আরও জানান, আহতদের দ্রুত উদ্ধার করা হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এস এসে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দর্শনা ফায়ার সার্ভিসের লিডার মাসুদুর রহমান জানান, দূর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিপ্লব নামের একজনের অবস্থা গুরুতর।

চুয়াডাঙ্গায় নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামে এগ্রোইকোলজি লার্নিং অ্যান্ড ট্যুরিজম সেন্টারের (এএলটিসি) মিলনায়তনে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফের এগ্রো-মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন চুয়াডাঙ্গার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ফরহাদুর রেজা।

প্রশিক্ষণে লাভজনক ও টেকসই মাছ চাষের জন্য পুকুরের আকার ও

গভীরতা, পানির উৎস, মাছের প্রজাতি ও পোনার মান নির্বাচন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। ভোক্তার কাছে নিরাপদ ও মানসম্মত মাছ পৌঁছে দিতে বিক্রির আগে-পরে মাছের সঠিক সংরক্ষণ ও পরিবহনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

এ ছাড়া মাছ উৎপাদনে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সাফল্য, চাষিদের জন্য সরকারি সেবা, পরামর্শ ও সহায়তা কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর উপায় নিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। পুকুরের পাড়ে মৌসুমি সবজি চাষের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত, বাড়তি আয় এবং জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়।

মাছের খাদ্যের মান প্রাথমিকভাবে যাচাই, খাদ্য কেনা ও সংরক্ষণে সতর্কতা এবং নিম্নমানের খাদ্যের কারণে মাছের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচে প্রভাব নিয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি মাছের সাধারণ রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। রোগ হওয়ার পর চিকিৎসার চেয়ে পুকুরের পরিবেশ ও পানির মান ঠিক রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রশিক্ষণে সমন্বিত মাছ চাষের উপকারিতাও তুলে ধরা হয়। মাছের সঙ্গে সবজি বা অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, উৎপাদন খরচ কমানো এবং একই খামার থেকে একাধিক উৎসে আয় বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এগ্রোইকোলজি লার্নিং অ্যান্ড ট্যুরিজম সেন্টারের জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, স্মার্ট প্রকল্পের সমন্বয়কারী সরোয়ার হোসেন শুভ, পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শাখাওয়াত হোসেন এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মৎস্য কর্মকর্তা সাঈদ-উর-রহমান।

দামুড়হুদায় লটারির মাধ্যমে ১০

নারী কর্মী নিয়োগ, অপেক্ষমাণ আরও ১০

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের (আরআরএমইপি) আওতায় মাটি কাটার কাজে ১০ জন নারী কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সকলের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে তাঁদের নির্বাচন করা হয়। একই সঙ্গে আরও ১০ জন নারীকে অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) বেলা ১২টার দিকে উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ নিয়োগ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

লটারির মাধ্যমে নারী কর্মী নির্বাচনের সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ খালিদ হোসেন, উপসহকারী প্রকৌশলী আক্তার হোসেন, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিস আক্তার সিদ্দিকী,ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, ইউপি সদস্যবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

সবার উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত নারী কর্মীরা পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার নতুন ওসি

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (ООО) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted], [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার রাতে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনের একটি দোকান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সোমবার সকালে পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে সহকারী কমিশনার মির্জা শহিদুল ইসলাম ওই দোকানে অভিযান চালান।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক ও বিদ্যালয়ের সভাপতি লুৎফুন নাহার বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করে পরীক্ষা কমিটির সব সদস্যকে শোকজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ রেজাউল করিম জানান, স্থগিত হওয়া বাংলা পরীক্ষাটি আগামী শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, ‘ঘটনার সঙ্গে কোনো শিক্ষক জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বলেন, ‘প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।’

দামুড়হুদায় গোডাউন থেকে ১ হাজার ৫০০ বস্তা সার জব্দ, সিলগালা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নাঈম অটোমোবাইল ও বীজ ভান্ডারের গোডাউন থেকে প্রায় ১ হাজার ৫০০ বস্তা সার জব্দ করেছে উপজেলা কৃষি অফিস। এ ঘটনায় গোডাউনটি সিলগালা করা হয়েছে। এ ছাড়া দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার হাউলি মোড়ে অবস্থিত গোডাউনটিতে অভিযান চালিয়ে এসব সার জব্দ করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষ্ণ সরকার। পরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাজ্জাদ হোসেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গোডাউনটি সিলগালা করার নির্দেশ দেন।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা সদরের মৃত মফিজুল ইসলাম ওরফে মফির ছেলে নাঈম উদ্দীন নাঈম অটোমোবাইল ও বীজ ভান্ডারের মালিক। তিনি বিএডিসির সারের ডিলার। চলতি মাসে সরকারি বরাদ্দের আওতায় তাঁর হিসাবে আসা সার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষ্ণ সরকার নতুন হাউলি গ্রামের ওই গোডাউনে অভিযান চালান। এ সময় সেখানে টিএসপি সার ৩৭০ বস্তা, ডিএপি সার ১ হাজার ১২০ বস্তা এবং এমওপি সার ১০ বস্তা পাওয়া যায়। মোট প্রায় ১ হাজার ৫০০ বস্তা সার অবৈধভাবে মজুত রাখার অভিযোগে সেগুলো জব্দ করা হয়। পরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাজ্জাদ হোসেনের নির্দেশে গোডাউনটি সিলগালা করা হয় এবং দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষ্ণ সরকার বলেন, “আমরা জানতে পারি, নাঈম অটোমোবাইল ও বীজ ভান্ডারের গোডাউনে সার মজুত রয়েছে। পরে হাউলি গ্রামের ওই গোডাউনে অভিযান চালিয়ে টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারসহ মোট প্রায় ১ হাজার ৫০০ বস্তা সার জব্দ করা হয়। গোডাউনটি সিলগালা করা হয়েছে এবং নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।”

অভিযানে সহযোগিতা করেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সিয়াবুল ইসলাম, এসআই উত্তম কুমারসহ পুলিশের সদস্যরা।

চুয়াডাঙ্গায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাজাপ্রাপ্ত কয়েদির

মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি আনোয়ার হোসেন ইংরেজ (৬০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেলার শাখাওয়াত হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে বুধবার রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে তিনি মারা যান। একই দিন বুকে ব্যথা অনুভব করায় কারাগার থেকে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রাত ১১টা ২৮ মিনিটে ভর্তি করা হয়েছিল।

আনোয়ার হোসেন ইংরেজ (৬০) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র স্কুলপাড়ার মরহুম আমিরুল ইসলামের ছেলে ও শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিলেন। তিনি কয়েদি নম্বর ৪০৭০/এ হিসেবে কারাগারে ছিলেন। ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি কারাগারে আসেন।

কারাগার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, উচ্চ রক্তচাপ (এইচটিএন) ও ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজে (আইএইচডি) আক্রান্ত আনোয়ার হোসেন গত ১৭ অক্টোবর থেকে কারা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ২১ অক্টোবর রাত ১১টা ৫ মিনিটে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুসনদে তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম (এসিএস), ডায়াবেটিস মেলিটাস (ডিএম), ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা (বি.অ্যাজমা) ও উচ্চ রক্তচাপের (এইচটিএন) উল্লেখ রয়েছে।

কারাগার সূত্রে আরও জানা যায়, পেনাল কোডের ৩২৪ ধারার একটি মামলায় আদালতের বিচারক আনোয়ার হোসেনকে দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে আসেন। বিধি অনুযায়ী, সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের কথা রয়েছে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওয়াহেদ মাহমুদ রবীন জানান, ২১ অক্টোবর হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জেলা কারাগারের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী আনোয়ার হোসেন ইংরাজের মৃত্যু হয়েছে। কারা বিধি মোতাবেক তার সুরতহাল

রিপোর্ট ও ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের কাছে তার মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেলার শাখাওয়াত হোসেন বলেন, আনোয়ার হোসেন একটি মারামারি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে ৩০ সেপ্টেম্বর জেলখানায় আসেন। বুধবার রাতে উনি খুব অস্থিরতা অনুভব করেন। এসময় তাকে কারাগারের গাড়িতে করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি এক ঘণ্টা পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মনিরুজ্জামান জানান, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন করার পর চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে বিধি মোতাবেক মরদেহটি দাফনের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার ২৪ পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বিজিবি

শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী ২৪টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ অক্টোবর থেকে আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত বিজিবি সদস্যরা নিয়মিত টহল, গোয়েন্দা নজরদারি ও সমন্বিত নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

বিজিবির নিরাপত্তা পরিকল্পনায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের তিন কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত দুটি এবং সীমান্তের আট কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ২২টি পূজামণ্ডপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিজিবি সদর

দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিজিবি জানায়, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যাতে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পূজা উদযাপন কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি গুজব, অপতথ্য ও সাম্প্রদায়িক উসকানি প্রতিরোধ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর পরিচালক ও অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাংলাদেশের ঐতিহ্য। দুর্গাপূজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি গুজবে কান না দেওয়া, যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য প্রচার না করা এবং সন্দেহজনক ব্যক্তি, বস্তু বা কার্যকলাপ চোখে পড়লে দ্রুত নিকটস্থ বিজিবি ক্যাম্প বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর আহ্বান জানান।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে উৎসবটি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছে বিজিবি।